প্রসঙ্গে গায়ত্রী মন্ত্র

▣ পুষ্পা দাস

"ওঁ ভূর্ভুবস্ব তৎসবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ"

গায়ত্রী মন্ত্র সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশী জানি। তবু কোথাও না কোথাও ভারতবর্ষের মহান মহান সৃষ্টি আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

গায়ত্রী মন্ত্র বৈদিক হিন্দু ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। এটি ঋগ্বেদের একটি সুক্ত। গায়ত্রী মন্ত্র গায়ত্রী ছন্দে রচিত। মন্ত্রটির শুরুতে ওঁ কার এবং মহাব্যাহৃতি নামে পরিচিত "ভূর্ভুবঃ স্বঃ শব্দবন্ধটি পাওয়া যায়। এই শব্দবন্ধটি তিনটি শব্দের সমষ্টি - ভূঃ, ভূবঃ ও স্বঃ। এই তিনটি শব্দ দ্বারা তিন জগতকে বোঝায়। ভূঃ বলতে মর্ত্যলোক, ভূবঃ বলতে আকাশলোক এবং স্বঃ হল স্বর্গ ও আকাশের সংযোগ রক্ষাকারী স্বর্গলোক বোঝায়। এই তিনলোক চেতন, অর্ধচেতন ও অচেতন - এই তিন স্তরের প্রতীক।

সংস্কৃত শব্দ 'মন্ত্র' এর জন্ম হয়েছে 'মন' এবং 'ত্রা' শব্দ দুটি থেকে। মন হল আমাদের শক্তির উৎসস্থল। আর ত্রা শব্দের অর্থ হল পদ্ধতি। অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে মনকে আনন্দে রাখা যায়, তাই হল মন্ত্র। ঋকবেদে উল্লেখ রয়েছে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করলে আমাদের সব ক্ষত, তা মনের হোক, শরীরের হোক কী মস্তিষ্কের সব ধরনের যন্ত্রণার উপসম ঘটে। সর্বপরি এই মন্ত্র আমাদের আশেপাশের সমস্ত নেগেটিভ এনার্জিকে শেষ করে শরীরকে পজেটিভ এনার্জিতে পরিপূর্ণ করে তোলে।